হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর পদমর্যাদা

এবং

মান্য করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

প্রকাশনায়

নাজারাত, নশর ও এশায়াত, সদর
আঞ্জুমান আহমদীয়া, কাদিয়ান

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর পদমর্যাদা এবং মান্য করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

প্রকাশনায়

নশর ও এশায়াত, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, কাদিয়ান, পাঞ্জাব

Title Hazrat Masih Maud (as) er podomorjada ebong manya korar gurutta o proyojoniota'

Translated by: Maulana Saifuddin Sapui, Muballegh Incharge, Daksin Dinajpur

First edition: 2016
Present Edition : 2019
Copies: 1000

Published by: Nazarat Islah-o-Irshaad Junubi Hind
Qadian- 143516, Gurdaspur, Punjab
Sadar Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Punjab, India

Printed at: Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab, India

ISBN : 978-93-87450-24-0

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

کا مقام و مرتبہ

اور

آپؑ کو ماننے کی ضرورت و اہمیت

দাবী

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ এবং প্রতিশ্রুত মাহদী (আঃ) বলেছেন,- "আমাকে খোদাতা'লার পবিত্র ঐশী বাণী দ্বারা অবগত করান হয়েছে যে, আমি তাঁর তরফ হতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক মতবিরোধ সমূহের বিচারক।"

(আরবাঈন, রূহানী খাজাঈন, খণ্ড-১৭, পৃঃ- ৩৪৫)

-ঃ ভূমিকা ঃ-

হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আই:) কর্তৃক জুমআর খোতবায় প্রদত্ত নির্দেশকে বাস্তবায়িত করার জন্য **মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত** হযরত মসীহ মাওউদ (আ:) এর পদমর্যাদা, দাবী এবং তাঁকে মান্য করার প্রয়োজনীয়তা কী ? তৎসম্পর্কিত একটি বুকলেট **"সৈয়দনা হযরত মসীহ মাওউদ (আ:) কা মোকাম ও মরতবা "** নামে উর্দু ভাষায় প্রকাশ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের বাংলা ভাষাভাষীদের সুবিধার্থে এই বুকলেটটি বাংলা ভাষায় **"হযরত মসীহ মাওউদ (আ:) এর পদমর্যাদা এবং মান্য করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা"** নামে অনুবাদ করেন জনাব সাইফুদ্দিন সাঁপুই সাহেব, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, দক্ষিণ দিনাজপুর। আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হুজুর (আই:)এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বুকলেটটি পাঠ করা এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর পদমর্যাদা সম্পর্কে অবগত হওয়া।

নাজারাত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান এর সহযোগীতায় বুকলেটটি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে। এই বুকলেটটি প্রকাশে যাঁরা বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করেছেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁদেরকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আশা করি আমাদের এই বুকলেট প্রকাশের ক্ষুদ্র প্রয়াস সকল আহমদী ভাই-বোনেদের তরবিয়তের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবাইকে হুজুর (আইঃ) এর দিক নির্দেশিত পথে চলার সৌভাগ্য দান করুন। আমিন।

ওয়াস্ সালাম

এপ্রিল, ২০১৬

খাকসার

সেখ মহম্মদ আলী

সদর এশায়াত কমিটি, পঃবঙ্গ

মুখবন্ধ

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) তাঁর জ্ঞানগর্ভ জুমআর খোতবা, ১৬ই আগষ্ট ২০১৩ এ বলেন ঃ-

"জামাতের প্রত্যেক সদস্যের অবগত হওয়া উচিত যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর প্রেরণের উদ্দেশ্য কী ? তাঁকে মান্য করার মহত্ত্ব কী ? এবং তাঁর পদমর্যাদা কী ? কতক জন্মগত আহমদী সম্বন্ধে সুধারণা থাকে যে, তারা সমস্ত বিষয়ে অবগত কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, কতক ব্যক্তি জামাতের প্রাথমিক শিক্ষাসমূহ, বিশ্বাসসমূহ ও ঘটনাসমূহের সঙ্গে অবগত নয়। কতক তরবিয়তের দিক থেকে দুর্বল। ইজতেমা সমূহ, জলসা ইত্যাদিতে আসে না। সেই জন্য দুর্বল লোকদিগকে নিকটে আনা, তাদের তরবিয়ত করা এবং প্রত্যেক আহমদীকে এই বিষয়ে অবগত করান যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর আবির্ভাবের কারণ কী ? এবং তাঁর মানার প্রয়োজন কী ? এবং আহমদীকে অবক্ষয় মুক্ত করার জন্য জামাতী ব্যবস্থাপনাকে এবং অবিন্যস্ত ব্যবস্থা সমূহে নিজ নিজ সীমাতে সুপরিকল্পিতভাবে কার্যে পরিণত করা।"

হুযুর (আইঃ) এর নির্দেশকে কার্যে পরিণত করার জন্য পরামর্শ সভা, খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত ২০১৩ সনে যে সকল প্রস্তাবসমূহ পেশ করেছিলেন, যার অনুমোদন হুযুর আনওয়ার (আইঃ) দিয়েছিলেন তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এটাও যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর দাবীসমূহের একটি বুকলেট তৈরী করা হোক এবং সেটিকে সমগ্র দেশের দ্বীনি নিসাবের পরীক্ষায় শামিল করা হোক।

সৈয়দনা হুযুর আনওয়ার (আইঃ) নিজ অনুগ্রহে সেই প্রস্তাবের অনুমোদন দিয়েছেন।

সুতরাং মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারতের তরবীয়ত বিভাগের তরফ হতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর দাবিসমূহ এবং তাঁর পদমর্যাদা এবং তাঁকে মান্য করার প্রয়োজনীয়তা কী? উক্ত বিষয়ের উপরে সংক্ষিপ্ত ও প্রমাণ সাপেক্ষ একটি বুকলেট তৈরী করা হয়েছে।

প্রত্যেক সেবকের দায়িত্ব এই যে, হুযুর আনওয়ার (আইঃ) এর ঐ নির্দেশের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐ বুকলেটটি পাঠ করা। এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর পদমর্যাদা সম্পর্কে অবগত হওয়া।

সমস্ত কায়েদ/ জেলা কায়েদগণ এবং আঞ্চলিক কায়েদগণকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এই বইটিকে তালিমী তরবিয়তী সিলেবাসে যুক্ত করুন। এছাড়া লোকাল ইজতেমা/ জেলা ইজতেমাতে এই বিষয়ে একটি বিশেষ কুইজ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত করুন। বিশেষ স্থানাধিকারী খুদ্দাম ও আতফালদেরকে পুরস্কৃত করা হোক। ঐরূপ ২০১৪ সনে মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারতের বাৎসরিক ইজতেমাতে বইটির পরীক্ষা নেওয়া হোক এবং কুইজ প্রোগ্রামেও এই বইটি শামিল করা হোক।

আল্লাহ্তা'লা আমাদের সবাইকে হুযুর আনওয়ার (আইঃ) এর মনঃস্কামনা, উচ্চাকাঙ্খা অনুযায়ী নিজ দায়িত্বসমূহ পালন করে জীবন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য দান করুক। আমীন

ওয়াস্সালাম

খাকসার

রফিক আহমেদ বেগ

সদর, মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی عبده المسیح الموعود

হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী (আঃ) এর পদমর্যাদা

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আঃ) আমাদের প্রিয় বিশ্ব নেতা নবী-শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর পূর্ণ অনুসারী, সত্যদাস ও আধ্যাত্মিক সন্তান যাকে আল্লাহ্ তাবারক তা'লা বর্তমান যুগে মনুষ্য জাতির পথ-প্রদর্শক প্রতিশ্রুত মসীহ ও শেষ যুগের ইমাম হিসাবে প্রেরণ করেছেন। চতুর্দশ হিজরির প্রারম্ভে কেবল ভারতে নয় বরং সমগ্র বিশ্বে মুসলমানগণের অবস্থা খুবই দুর্বল ছিল। মুসলমান কেবল নামে মাত্র ছিল। তাদের ঈমানী এবং আমলী দুর্বলতা দেখে খ্রীষ্ট জাতি ও অন্যান্য জাতি চতুর্দিক হতে ইসলামের উপরে আক্রমণ করছিল। মুসলমানদের মধ্যে উত্তর দেওয়ার মত সাহস কারো ছিল না। ইসলাম দরদীদের হৃদয় অস্থির ছিল এবং খোদাতা'লার সম্মুখে মস্তক নত অবস্থায় ছিল। পরিশেষে আল্লাহর কৃপায় নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামের সুরক্ষাও নবজাগরণের ভিত্তি রাখেন।

হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী (আঃ) এর পদমর্যাদা–শ্রেষ্ঠ মোজাদ্দেদ (সংস্কারক)

হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ) কে দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে এই দৃশ্য দেখানো হয় যে, একটি বাগান তৈরী করা হচ্ছে এবং তাঁকে সেই বাগানের মালী নিযুক্ত করা হয়েছে।

সেইরূপ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে আল্লাহতা'লা তাঁকে ইলহাম দ্বারা জানান ঃ-

قُلْ اِنِّیْٓ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِیْنَ

(কিতাবুল বারিয়া, রুহানী খাজাঈন, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা: ২০১ টীকা দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ তুমি ওদেরকে বলে দাও যে, আমি আল্লাহ্ প্রত্যাদিষ্ট এবং প্রথম মোমিন।

এটি তাঁর মামুরিয়াত ও মুজাদ্দাদিয়াতের প্রথম ইলহাম এবং এটি সেই পদমর্যাদা যার উপরে আল্লাহতা'লা প্রথম তাঁকে ভূষিত করেন।

কোরআন করীম হাদীস সমূহ ও বিগত বুজুর্গগণের নির্দেশাবলীর আলোকে যখন আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর পদমর্যাদার প্রতি চিন্তা করি তখন আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহতা'লা কোরআনে যে স্থানে ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা দিয়েছেন সেই জায়গায় ইসলামী শিক্ষা অর্থাৎ কোরআন করীমের সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন- اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاِنَّا لَہٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿۱۰﴾ (সূরা হিজর, আয়াত: ১০)

অর্থাৎ "নিশ্চয় আমরাই এই উপদেশবাণী অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই এর সুরক্ষাকারী।"

সুতরাং আল্লাহতা'লা কোরআন করীমের বাহ্যিক সুরক্ষার সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন এবং তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীয়াতে মোজাদ্দেদগণের আগমন এবং তাদেরকে নিজ পবিত্র ইলহাম দান করে ধর্মের সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সুতরাং রসুলে করীম (সাঃ) তাঁর উম্মতকে সুসংবাদ দিয়ে বলেন,-

إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا

(সুনান আবুদাউদ, কিতাবুল মালাহাম, বাব মাজা ফী কারনীল মায়ী)

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহতা'লা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এমন লোক প্রেরণ করতে থাকবেন যিনি সেই শতাব্দীর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ধর্ম সংস্কারকের দায়িত্ব পালন করবেন। যেখানে সংস্কারকের আগমন সম্পর্কে বিগত বুজুর্গগণের নির্দেশাবলীর সম্পর্ক সেটা হল উম্মতের বুজুর্গগণদের দিব্যদৃষ্টি, সত্য স্বপ্ন ও বর্ণনা দ্বারা প্রকাশিত হয় যে, তাঁরা বিশ্বাস রাখতেন যে, হযরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) চোদ্দ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হবেন।

সুতরাং ভূপালনিবাসী নবাব সিদ্দীক হাসান সাহেব তার পুস্তক হুজাজুল কেরামাতে ১৩ শতাব্দীর মোজাদ্দেগণের তালিকা দিয়ে লেখেন যে, (ফার্সি বাক্য যার অর্থ এইরূপ)

চোদ্দ শতাব্দীর আরম্ভ হতে দশ বছর বাকী আছে, যদি এর মধ্যে মাহদী ও ঈসা যাহির (আবির্ভূত) হয়ে যায় তো তিনি চোদ্দ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হবেন।

(হুজাজুল কেরামা, পৃষ্ঠা : ১৩৯, ১৩৯১ হিজরী প্রকাশিত)

এটা সেই যুগ যখন ইমাম মাহদী (আঃ) ইসলামের পক্ষে মহা মর্যাদা সম্পন্ন কলমের যুদ্ধের সূচনা করেন। বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকের প্রকাশনায় ইসলামী বিশ্বে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং মুসলমানগণের মলিন চেহারাতে হাসি প্রস্ফুটিত হয়। তাঁর ঐ সকল লেখনী গুলোকে তেরশত বছরের মধ্যে ইসলামের উত্তম সেবারূপে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি ইসলামী শত্রুর শক্তিসমূহের বিরূদ্ধে এমন বলিষ্ঠভাবে রুখে দাঁড়ান (প্রতিরোধ গড়ে তোলেন) যে, আধ্যাত্মিক চক্ষু বিশিষ্ট লোকেরা তাঁর মহানতা ও মর্যাদা সম্পর্কে উত্তম ভাবে অবগত হয়ে যান। লুধিয়ানার বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত সূফী আহমদ জান সাহেব তাঁর পঙক্তিতে বর্ণনা করেন,

ہم مریضوں کی ہے تمہی پہ نظر　　تم مسیحا بنو خدا کے لئے

আমরা সকল রোগীগণ তোমার পানে চেয়ে আছি তুমি মসীহা রূপে আগমন করো।

বয়াতের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগণের হাত তাঁর দিকে উত্থিত হতে থাকে কিন্তু তিনি প্রত্যেকটি আবেদনের উত্তরে এটাই বলেছেন অবধীকাল খোদাবন্দে করীমের তরফ হতে কোন নির্দেশ আসেনি সেই জন্য কষ্টের রাস্তায় লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়।

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৩৫)

সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। পরিশেষে সেই কল্যাণময় সময় উপস্থিত হয় যখন তাঁকে আল্লাহ্‌তা'লা অনুমতি দান করেন যে, আপনি ব্যক্তিবর্গের বয়াত নেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর তিনি একটি প্যামপ্লেট তবলীগের নামে ছাপান যার মধ্যে প্রথমবার ঐশীবাণীর দ্বারা ঘোষণা করেন যে, খোদাতা'লা বয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। এই প্রথম ঘোষণার ৪০ দিনের মাথায় হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ সনে 'তকমীলে তবলীগ' নামে বিজ্ঞাপন ছাপান যার মধ্যে বয়াতের ১০টি শর্তসমূহ উল্লেখ করেন। পরিশেষে ২৩শে মার্চ ১৮৮৯ সনে সেই দিবস আগত যা ইসলামের ইতিহাসে একটি সুবর্ণ ইতিহাস বলে গণ্য হয়। ঐ দিবসে জামাতের ইতিহাসে প্রথম বার আল্লাহর নির্দেশ পূর্ণ করার লক্ষ্যে এবং নবীর পদাঙ্ক অনুসরণে যুগের ইমাম সৈয়দনা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর পবিত্র হাত বয়াতকারীগণের হস্তসমূহের উপরে রেখে বয়াত নেন। সৈয়দনা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নিজ মকাম ও মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,- "খোদাতা'লা আমাকে পবিত্র ওহী দ্বারা অবগত করান যে, আমি তাঁর তরফ হতে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক মতবিরোধ সমূহের ন্যায় বিচারক। আমার নাম মসীহ ও মাহদী রাখা হয়েছে। এই দুটি নাম দিয়ে রসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে সম্মানিত করেছেন এবং আল্লাহতা'লা প্রত্যক্ষ বাণী দ্বারা আমার নাম রেখেছেন আর বর্তমান যুগের পরিস্থিতি এটাই কামনা করে যে, এটাই আমার নাম হোক।" (আরবাঈন ১ম খণ্ড, রুহানী খাজাঈন খণ্ড ১৭, পৃষ্ঠা : ৩৪৫)

এই বিষয়টি ও উল্লেখযোগ্য যে সৈয়দনা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) কে যা কিছু পদমর্যাদা আল্লাহর তরফ হতে দান করা হয়েছে তা সবকিছুই হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) এর অনুসরণে ও আনুগত্যে ও তাঁর প্রতি পূর্ণ প্রেম ও তাঁর (সাঃ) এর পূর্ণ দাসত্বের ফলে তিনি লাভ করেছেন।

সুতরাং একস্থানে তিনি (আ:) বর্ণনা করেন,- "সুতরাং আমি যে কল্যাণ লাভ করেছি সেটি কোন যোগ্যতার কারণে নয়, বরং খোদার কৃপায় লাভ করেছি। যা আমার পূর্বের নবী রসুলগণ ও খোদার নির্বাচিত ব্যক্তিগণদের দেওয়া হয়েছিল এবং যদি আমি আমার নেতা নবীগণের গৌরব ও সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর অনুকরণ না করতাম তো আমি এই পুরস্কারে ভূষিত হতে পারতাম না। সুতরাং আমি যা কিছু পেয়েছি তাঁরই অনুসরণে পেয়েছি। (হকিকাতুল ওহী, রুহানী খাজাঈন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-৬৪)

সৈয়দনা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) এর পদমর্যাদা সাদৃশ্য মসীহ রূপে

সৈয়দনা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছেন যে, ইসলাম আল্লাহতা'লার শেষ ধর্ম, আঁ হযরত (সাঃ) খাতামান নবীঈন এবং কোরআন করীম শেষ শরিয়তধারী পুস্তক। এটির কোন রূপ পরিবর্তন হবে না। মসীহ এবং মাহদীর উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে ইসলামে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং ঈমানকে পুনর্জীবিত করা।

হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ) কোরআন করীম, হাদিস সমূহ ও মুসলিম উম্মাহর সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গের লেখনি দ্বারা এটা প্রমাণ করেছেন যে, বনী ইসরাঈল জাতিতে প্রেরিত হযরত ঈসা (আঃ) আকাশে জীবিত নেই বরং মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মুহাম্মদীয়া উম্মতে আগমনকারী হযরত ঈসা (আঃ) বহু সাদৃশ্য থাকার কারণে উপমা স্বরূপ মসীহর খেতাব দেওয়া হয়েছে। যেমন কোন বড় দানীকে হাতীম-তাঈ বলা হয়।

কোরআন করীমে আল্লাহতা'লা হযরত রসুলে করীম (সাঃ) কে হযরত মুসা (আঃ) এর সদৃশ আখ্যা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহতা'লা বলেছেন,-

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا

অর্থাৎ "আমরা নিশ্চয় তোমাদের প্রতি তত্ত্বাবধায়ক রূপে এক রসুল পাঠিয়েছি যেরূপ আমরা ফেরাউনের প্রতি এক রসুল পাঠিয়েছিলাম।" (সূরা মুযাম্মিল, আয়াত : ১৬)

অনুরূপভাবে অন্য এক স্থানে আল্লাহতা'লা বর্ণনা করেছেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

অর্থাৎ "তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহতা'লা তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলিফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে খলিফা বানিয়েছিলেন।" (সূরা নূর.আয়াত ৫৬)

এই আয়াতে এই বিষয়টি ব্যক্ত করা হয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মাদীয়া মুসা (আঃ) এর উম্মতের সদৃশ। মুসা (আঃ) এর উম্মত ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতের পূর্ণ দৃষ্টান্ত সমূহের মধ্যে একটি মহান মর্যাদাবান অংশ এটাও যেমন হযরত মুসা (আঃ) এর পরে পুরস্কার হিসাবে আল্লাহতা'লা খেলাফতের বাহ্যিক ও দীর্ঘ ধারাবাহিকতা চোদ্দশত বৎসর পর্যন্ত জারী ছিল যার পরিসমাপ্তি হযরত ঈসা (আঃ) এর দ্বারা পরিলক্ষিত হয়। ঐরূপ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতে চোদ্দশতাব্দীতে প্রতিশ্রুত মসীহর আঁ হযরত (সাঃ) এর খলিফা হয়ে আসা নির্ধারিত ছিল এবং উম্মতের আলেমগণের এই বিশ্বাসও ছিল যখন ঈসা (আঃ) মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতে আবির্ভাব হবেন তখন তিনি আল্লাহতা'লার কিতাব ও রসুলের সুন্নত অনুযায়ী বিচার করবেন, অর্থাৎ তিনি আঁ হযরত (সাঃ) এর খলিফা হবেন।

সুতরাং নবী করীম (সাঃ) মুহাম্মদী উম্মতের খাতামুল খুলাফা অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহর ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

(বুখারী বাব নযুলে ঈসা ইবনে মরিয়ম)

অর্থাৎ "হে মুসলমান তোমরা কত সৌভাগ্যশালী হবে যখন তোমাদের মধ্যে মরিয়ম পুত্র নাযিল হবে এবং তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের ইমাম হবেন।"

হাদিস সমূহে যেখানে মরিয়ম পুত্রের প্রেরণের উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানে 'নযুল' শব্দ ব্যবহার হয়েছে যার কারণে কতক লোক এটা বুঝেছে যে মনে হয় তিনি আকাশে জীবিত আছেন এবং শেষ যুগে তিনি আকাশ হতে অবতরণ করবেন। অথচ হাদিসের শব্দ

‘ইমামোকুম মিনকুম’ এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তিনি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার একজন ব্যক্তি হবেন। অনুরূপভাবে বিগত সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ যারা আমাদের প্রতি খুব কৃপা করেছেন আর এই বিষয়বস্তুটি আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

ইমাম সিরাজ উদ্দিন ইবনুল ওরদি তাঁর নিজ পুস্তক ‘খরিদাতুল আজায়েব ও ফারিদাতুর রাগায়েব’ এর পৃষ্ঠা ২১৪ তে লিখেছেন -

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ مِنْ نُزُوْلِ عِيْسٰى خُرُوْجُ رَجُلٍ يُشْبِهُ عِيْسٰى فِي
الْفَضْلِ وَالشَّرْفِ كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ الْخَيْرِ مَلَكٌ وَ لِلشَّرِيْرِ
شَيْطَانٌ تَشْبِيْهًا بِهِمَا وَلَا يُرَادُ الْأَعْيَانُ -

অর্থাৎ “একদল বলে থাকে ঈসা (আঃ) এর নাযিল দ্বারা এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বুঝায় যিনি হযরত ঈসা (আঃ) এর মর্যাদা ও গুণের অনুরূপ হবেন। যেমন একজন পুণ্যবান ব্যক্তিকে ফেরেশ্‌তা ও মন্দ ব্যক্তিকে শয়তান বলা হয়। কিন্তু এর দ্বারা ফেরেশ্‌তা ও শয়তান উদ্দেশ্য নয়।

অনুরূপভাবে হযরত মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহ:)বর্ণনা করেন-

وَجَبَ نُزُوْلُهٗ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ بِتَعَلُّقِهٖ بِبَدَنٍ آخَر

(তফসীর আরায়েসুল বয়ান ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৬২)

অর্থাৎ আবশ্যক যে শেষ যুগে মসীহ মরিয়ম পুত্র ঈসার অবতরণ ভিন্ন শরীরে হবে। এবং যেহেতু মসীহ মাওউদের কার্যকলাপ হাদিস পরিপ্রেক্ষিতে ক্রুশকে খণ্ডন করা অর্থাৎ ক্রুশীয় ও খ্রীষ্টীয় মতবাদ সমূলে উৎপাটিত করা সেই হেতু আল্লাহতা’লা আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহকে সদৃশ মসীহর আসনে ভূষিত করেছেন এবং আল্লাহ তাবারক তায়ালা তাঁকে ঐশীবাণী দ্বারা অবগত করিয়াছেন যে,

جَعَلْنَاكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَم

(এযালা আওহাম, রূহানী খাযাঈন খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা- ৪০৯)

“অর্থাৎ আমরা তোমাকে মরিয়ম পুত্র মসীহ বানিয়েছি”

সুতরাং কোরান করীম, নবী করীম (সাঃ) এর হাদিসসমূহ ও বিগত বুজুর্গগণের বাক্য দ্বারা স্পষ্ট যে, মসীহ (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী যা রসুলে করিম (সাঃ) বর্ণনা করেছেন,- তিনি বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হযরত ঈসা (আঃ) নন বরং মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতেরই এক ব্যক্তি এবং তিনি হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) এর পদমর্যাদা মাহদী রূপে

হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ) এটা প্রমাণ করেছেন যে, মসীহ ও মাহদী দুটি ভিন্ন ব্যক্তি নয়। যেমন কিনা সাধারণভাবে মুসলমানগণের বিশ্বাস, বরং একই ব্যক্তির দুই নাম। কেননা হাদিসসমূহে যে সকল কার্য মসীহ মাওউদ (আঃ) এর কথা বলা হয়েছে মোটামুটি ঐসকল কার্য মাহদীরও বলা হয়েছে। এটা ঐ সকল কথারই প্রমাণ যে মসীহ ও মাহদী একই ব্যক্তি এবং মসীহ ও মাহদীর যেসকল নিদর্শনাবলী কোরান করীমে ইঙ্গিতরূপে ও নবীর হাদিসসমূহে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া উম্মতের বুজুর্গগণদেরকে আল্লাহতায়ালা অবগত করিয়াছেন সে সকল হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) এর যুগ ও তাঁর ব্যক্তিত্বের উপরে পূর্ণ হয়েছে।

সুতরাং ইবনে মাযা বাব শিদ্দাতুজ্জামানের হাদিস যেটি মুহাম্মদ বিন খালেদুল জিন্দি দ্বারা বর্ণিত যে, لَا الْمَهْدِيُّ اِلَّا عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ অর্থাৎ ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত কোন মাহদী নাই।

এরূপ মসনদ আহমদ বিন হাম্বল ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১১ তে এই হাদিসটি লিখিত আছে যে,

يُوْشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ اَنْ يَلْقٰى عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ اِمَامًا مَهْدِيًّا

অর্থাৎ আঁ হুযুর (সাঃ) বর্ণনা করেছেন, সেইদিন খুবই নিকটে, তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা ঈসা (আঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে ঐরূপ পরিস্থিতিতে যে তিনি ইমাম মাহদী হবেন।

এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট যে মসিলে (সদৃশ) মসীহর একটি গুণ হল মাহদী এবং এটি এক ব্যক্তির দুটি নাম ও দুটি ভিন্ন গুণ।

সৈয়দনা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) এর পদমর্যাদা-উম্মতি নবীরূপে

আল্লাহতায়ালা মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে অভিহিত করেছেন এবং নবী করীম (সাঃ) এর কল্যাণসমূহ এবং তাঁর পবিত্র শক্তির প্রভাব হতে মুহাম্মদ (সাঃ)এর উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হবে। সুতরাং কোরআন করীমে আল্লাহতায়ালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে মুহাম্মদ (সাঃ) এর পূর্ণ আনুগত্যের কারণে তাঁর উম্মতে নবুওতের পুরস্কার জারী থাকবে। যেমন তিনি বর্ণনা করেন,

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ
مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ
اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا (সূরা নিসা, ৭০ আয়াত)

অর্থাৎ আর যে সব ব্যক্তি আল্লাহ ও এই রসুলের আনুগত্য করবে এরাই তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের আল্লাহ পুরস্কার দান করেছেন। অর্থাৎ এরা নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহদের অন্তর্ভুক্ত হবে আর এরাই সঙ্গী হিসাবে উত্তম।

উক্ত আয়াতে মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতে যেখানে সিদ্দিক, শহীদ, সালেহর পদমর্যাদা লাভ করার উল্লেখ আছে, সেইখানেই নবুওতের পদমর্যাদা লাভের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এবং ঐসকল পুরস্কারসমূহ লাভ করার জন্য উম্মতকে আল্লাহতায়ালা এই দোয়া শিখিয়েছেন। পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে গুরুত্ব সহকারে সেই দোয়া পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং সেই দোয়াটি হল এই ঃ- اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ

হে আমাদের প্রভূ, তুমি আমাদেরকে সরল ও সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করো তাদের পথে যাদের তুমি পুরস্কার দিয়েছ। (সূরা ফাতিহা, আয়াত ৬-৭)

মুসলিম শরীফের হাদিসে আঁ হযরত (সাঃ) আগত ঈসাকে চার বার 'নবীউল্লাহ' নামে আখ্যায়িত করেছেন। (সহী মুসলিম, কিতাবুল ফিতন)

এবং বুখারী শরীফে হযরত আবু হোরাইরা হতে বর্ণিত- আঁ হযরত (সাঃ) বর্ণনা করেন,-

كَيۡفَ اَنۡتُمۡ اِذَا نَزَلَ ابۡنُ مَرۡيَمَ فِيۡكُمۡ وَاِمَامُكُمۡ مِنۡكُمۡ

অর্থাৎ-তোমরা কতই সৌভাগ্যশালী হবে যখন তোমাদের মধ্যে মরিয়ম পুত্র নাযেল হবেন এবং তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের ইমাম হবেন।

সুতরাং এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে হাদিস অনুসারে ঐ ইমাম বাহির হতে আসবে না বরং মুহাম্মদ (সাঃ) উম্মতেরই এক ব্যক্তি। এখানে এই বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন যে অ-আহমদী বন্ধুগণ খাতামান নবীঈন এর অর্থ করেন যে হযরত নবী করীম (সঃ) শেষ নবী এবং তাঁর পরে কোন নবী আসতে পারে না। অথচ, উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদিসে মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতে নবুওতের পুরস্কার দেওয়ার উল্লেখ আছে।

জামাত আহমদীয়া খাতামান্নাবীঈনের এই ব্যাখ্যা করে যে, নবী করীম (সাঃ) দ্বারা নবুওতের সমগ্র বৈশিষ্টাবলী শেষ হয়েছে এবং তাঁর থেকে উত্তম কোন নবী আসতে পারে না এবং না তাঁর থেকে আলাদা হয়ে কেহ নবুওতের পদমর্যাদা লাভ করতে পারে। এখন নবুওতের পুরস্কার আল্লাহ ও তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আনুগত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

হযরত উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণনা করেন-

قُوۡلُوۡا اِنَّهٗ خَاتَمُ الۡاَنۡبِيَاءِ وَلَا تَقُوۡلُوۡا لَا نَبِيَّ بَعۡدَهٗ

অর্থাৎ তোমরা নিঃসন্দেহে এটা বলো যে আঁহযরত (সাঃ) খাতামুল আম্বিয়া, কিন্তু এটা বলোনা যে, তাঁর পরে কোন নবী নেই।

(মাযমায়ুল বিহার, ৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮০)

এইরূপ হযরত মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহঃ) তার পুস্তক ফতুহাতে মাক্কীয়াতে বর্ণনা করেন:-

"সেই নবুয়াত যা রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর আগমনের কারণে ছিন্ন হয়েছে সেটি কেবলমাত্র শরীয়তধারী নবুওত, নবুওতের পদমর্যাদা নয়। সুতরাং এখন কোনো শরীয়ত নেই যা আঁহযরত (সাঃ) এর শরীয়তকে ভূল প্রমাণিত করবে। এবং তাঁর শরীয়তের সঙ্গে নতুন নির্দেশ সংযোজিত হবে।"

(ফতুহাতে মক্কিয়া ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৩)

তিনি এও বর্ণনা করেছেন, فَإِنَّ النُّبُوَّةَ سَارِيَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي الْخَلْقِ

অর্থাৎ নবুওত পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে।

(ফতুহাতে মক্কিয়া ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৩)

সুতরাং সৈয়দনা হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী (আঃ) আল্লাহতায়ালার শপথ নিয়ে এই দাবি করেন যে - "আমি সেই খোদার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ সমর্পিত যে, তিনি আমাকে নবী নামে ডেকেছেন এবং তিনি আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ নামে আহ্বান করেছেন।

(তাতিম্মাহ হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাজাঈন, ২২খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০৩)

সৈয়দনা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) এর পদমর্যাদা-নবী করীম (সাঃ) এর পূর্ণ প্রতিচ্ছবিরূপে

হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ) কেবলমাত্র উম্মতি নবী নন বরং নবী করীম (সাঃ) এর পূর্ণ প্রতিচ্ছবি।

আল্লাহতা'লা সূরা জুম্মা, আয়াত ২-৪ এ বর্ণনা করেছেন–

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ○ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ
كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا
بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

অর্থাৎ– আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি অধিপতি, অতি পবিত্র মহা পরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়। তিনি নিরক্ষরদের মাঝ থেকে তাদেরই একজনকে এক মহান রসুল করে আবির্ভূত করেছেন। সে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শুনায়। তাদের পবিত্র করে তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিখায় অথচ এর পূর্বে তারা নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় পড়ে ছিল, আর তাদেরই মাঝ থেকে অন্যদের প্রতিও তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন যারা এখনও তাদের

সঙ্গে মিলিত হয়নি। আর তিনি মহা পরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়।

যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবাকেরাম রেজওয়ানুল্লাহ আলাইহিম আজমাইন রসুলে করীম (সাঃ) কে প্রশ্ন করে, হে আল্লাহর রসুল, ঐ সকল লোক কারা, যাদের মধ্যে আপনি পুনরায় আবির্ভূত হবেন ? এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে নবী আকরাম (সাঃ) নীরবতা গ্রহণ করেন। তিনবার প্রশ্ন করার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উত্তর দেন । অনুমান যে তিনি আল্লাহর ওহীর অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এর কাঁধে হাত রেখে বর্ণনা করেন- لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رَجُلٌ أَوْ رِجَالٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ

যখন ঈমান সপ্তর্ষীমণ্ডলে পৌঁছে যাবে তখন পারস্য বংশের মধ্য হতে এক বা একাধিক ব্যক্তি ঈমানকে পৃথিবীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবেন।

(বুখারী, কিতাবুল তাফসীর সূরা জুম্মা)

অর্থাৎ- তিনি (সাঃ) মাহদীকে সালমান ফারসী (রাঃ) এর জাতির মধ্য হতে গণ্য করেছেন যিনি পারস্যীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং নবী করীম (সাঃ) সাহাবাগণের ঐ সন্দেহকে দূরীভূত করেছেন যে দ্বিতীয় আগমন আমার হবে না বরং যখন ঈমান এই পৃথিবী হতে বিদায় নিবে তখন সেই ঈমানকে পৃথিবীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পারস্য বংশীয় একজন আগমন করবেন যার আবির্ভাব প্রকৃতপক্ষে আমার আবির্ভাব হবে।

১২শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ) নিজ পুস্তক "আলখাইরুল কাসির" তে আগত মসীহ সম্পর্কে বর্ণনা করেন-

"মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতে আগত মসীহর এই গুণ থাকবে যে তার মধ্যে সৈয়দুল মুরসালীন আঁ হযরত (সাঃ) এর জ্যোতি সমূহের প্রতিবিম্ব থাকতে হবে। সাধারণ মানুষের ধারণা যে মসিহ যখন আবির্ভূত হবেন তখন তিনি কেবলমাত্র উম্মতি হবেন। এমনটি কখনই না বরং তিনি তো মুহাম্মদ (সাঃ) এর পূর্ণ বিকাশ হবেন এবং তাঁর দ্বিতীয় প্রতিচ্ছবি।" (আল খাইরুল কাসির, পৃষ্ঠা ৭২)

এছাড়া তাঁর পুস্তক "হুজ্জাতুল বালেগা" তে বর্ণনা করেন- "পদমর্যাদায় সব থেকে মহান নবী তিনি যার এক ধরনের দ্বিতীয় আবির্ভাব হবে এবং সেটি এইরূপ, আল্লাহতায়ালার নিকট দ্বিতীয় আগমন এটাই যে তিনি সমগ্র লোকদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসার কারণ হবেন এবং তার জাতি শ্রেষ্ঠ উম্মত হবে। যে জাতিকে সমগ্র লোকদের সেবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং ঐ নবীর প্রথম আবির্ভাব দ্বিতীয় আবির্ভাবকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে।

হজরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) এর পদমর্যাদা, ন্যায় বিচারকরূপে

আল্লাহতায়ালা শেষ যুগে মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতে কোরআনের শিক্ষা পরিত্যক্ত হবার সংবাদ দিয়েছেন। যেমন, আল্লাহতা'লা বর্ণনা করেছেন–

وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (আলফুরকান, আয়াত-৩১)

আর এ রসুল বলবে, হে আমার প্রভু প্রতিপালক, নিশ্চয় আমার জাতি এ কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তু বানিয়ে রেখেছে।

এছাড়া হাদিসেও শেষ যুগে মুসলমানগণের দুরাবস্থার উল্লেখ করে নবী আকরাম (সাঃ) বর্ণনা করেন:–

لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ
مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى عُلَمَاؤُهُمْ شَرٌّ مَنْ
تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ

(মিশকাত-কিতাবুল ইলম)

এমন যুগ আসবে যখন ইসলামের কেবলমাত্র নাম এবং কোরআনের কেবলমাত্র শব্দ বাকি থাকবে তাদের মসজিদ সমূহ বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে। কিন্তু হেদায়েতশূণ্য থাকবে। ঐ যুগের লোকদের আলেমগণ আকাশের নিম্নে নিকৃষ্ট প্রাণী হবে।

সুতরাং ইসলামের এই যুগে কেবল নাম রয়ে গিয়েছে এবং কেবল সমগ্র ধর্মের আক্রমণস্থলে পরিণত হয়েছে বরং মুসলমান আভ্যন্তরীণ মতবিরোধের কারণে ৭২ ফেরকাতে বিভক্ত হয়ে গেছে। এবং সেই সকল আভ্যন্তরীণ মতবিরোধের সমাধান নবী করিম (সাঃ) এই রূপ বর্ণনা করেছেন।

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا (সহী বুখারী)

শপথ সেই পবিত্র খোদার যার হাতে আমার প্রাণ নিবেদিত সেই দিন খুবই নিকটে যখন তোমাদের মধ্যে মরিয়ম পুত্রের অবতরণ ন্যায় বিচারকরূপে হবে।

সুতরাং আঁ হযরত (সাঃ) এর ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী সৈয়দনা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) ঘোষণা করেন, "আমার যোগ্যতা একজন সাধারণ মৌলবীর যোগ্যতার মত নয় বরং নবীগণের কার্যকলাপের অনুরূপ। আমাকে একজন ঐশী মানুষ হিসাবে মান্য কর তাহলে ঐ সমস্ত ঝগড়া-বিবাদসমূহ যা মুসলমানের মধ্যে পাওয়া যায় এক নিমিষে নির্মূল হতে পারে। যিনি খোদার তরফ হতে প্রেরিত ন্যায় বিচারক হয়ে এসেছেন, তিনি যে অর্থ কোরআন করীমের করবেন সেটাই সঠিক হবে এবং যে হাদিসকে তিনি সঠিক বলে গণ্য করবেন, সেটাই সঠিক হাদিস বলে গণ্য হবে।'

(মালফুজাত, ২ খণ্ড পৃষ্ঠা ১৪০)

সুতরাং কোরআন মজীদ ও হাদিস দ্বারা স্পষ্ট যে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) ঐ যুগে মুসলমানগণদের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ থাকবে তার সবকিছুর সমাধানকারী

হবেন। তাঁর (আ:) নির্দেশ যেটা প্রকৃতপক্ষে কোরআন করীম, সুন্নত ও হাদিস সমূহ অনুযায়ী হয় সেটা মান্য করা আবশ্যক।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) এর পদমর্যাদা– বিশ্বজাতির প্রতিশ্রুতিরূপে

আল্লাহতায়ালা শেষ যুগে আর্বিভূত প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীকে বিশ্বজাতির সংশোধনকারী হিসাবে বর্ণনা করেন। কোরআন করীমে আল্লাহতায়ালা শেষ যুগের এই চিহ্ন বলেছেন।

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (সূরা মুরসালাত, আয়াত ১২)

"এবং রসুলদের যখন নির্ধারিত সময়ে নিয়ে আসা হবে"-

সুতরাং আমরা যখন বিভিন্ন ধর্ম সমূহকে অনুসন্ধান করি তখন প্রত্যেকটি জাতিতে শেষ যুগে মানুষের সংশোধনের জন্য একজন প্রতিশ্রুত ব্যক্তির আগমনের সুসংবাদ পাওয়া যায়। ইহুদীগণ হযরত এলিয়ার আগমনের অপেক্ষারত। খ্রীষ্টানগণ হযরত মসীহ নাসরীর অপেক্ষারত। হিন্দু ব্যক্তিবর্গ শ্রীকৃষ্ণজী যিনি কলকী অবতার হবেন তাঁর অপেক্ষারত বিভিন্ন ধর্মের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ আসলে একজন ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করছে। যিনি এসে সমগ্র পৃথিবীবাসীকে একই ছত্রছায়ায় একত্রিত করবেন। যেহেতু সমস্ত ধর্মে ঐ প্রতিশ্রুতের আর্বিভাবের উদ্দেশ্য একই সেইহেতু মানতে হবে যে তিনি একজন হবেন। সুতরাং আল্লাহতায়ালা কোরআন করীমে বলেন–

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○

(সুরাতুস সফ, আয়াত-১০)

"তিনি তাঁর রসুলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি তাঁকে সব ধর্মের উপর বিজয় দান করেন। আর মুশরিকরা যতই অপছন্দ করুক না কেন, তিনি তা দান করবেন।

উক্ত আয়াতে আঁ হযরত (সাঃ) কে বিশ্বনবী হবার স্পষ্টরূপে উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মের মান্যকারীদের দিকে প্রেরিত হয়েছেন এবং তিনি তাদের সকলের উপর জয়যুক্ত হবেন।

সুতরাং সমগ্র মুসলমানের এটা সর্ববাদী সম্মত মত যে, ইমাম মাহদী শেষ যুগে আবির্ভাব হবেন। উম্মতের আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ইমাম মাহদীর যুগে ইসলাম পৃথিবীতে জয়যুক্ত হবে। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাঃ) উম্মতে মসীহ ও মাহদী তাঁর পূর্ণ প্রতিচ্ছবিরূপে আবির্ভূত ব্যক্তি বিশ্বজাতির প্রতিশ্রুত হবেন। উক্ত আয়াত সম্পর্কে তফসীর ইবনে জারির এ ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

هٰذَا عِنْدَ خُرُوْجِ الْمَهْدِيِّ

অর্থাৎ সর্ব ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় ইমাম মাহদীর যুগে হবে। শিয়াগণের হাদিসের কিতাব বাহারুল আনওয়ার পুস্তকে উল্লেখ আছে যে,

نَزَلَتْ فِي الْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ

অর্থাৎ উক্ত আয়াত ইমাম মাহদী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

সুতরাং আল্লাহতায়ালা সৈয়দনা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) কে ইলহাম দ্বারা এই উপাধি দান করেছেন।

جَرِيُّ اللّٰهِ فِي حُلَلِ الْأَنْبِيَاءِ

অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার যোদ্ধা নবীগণের পোশাকে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর উপরিউক্ত উচ্চ পদমর্যাদা দ্বারা জামাতে আহমদীয়ার এটা উদ্দেশ্য কখনই নয় যে নাউজুবিল্লাহ তাঁর (আঃ) এর পদমর্যাদা নবী করীম (সাঃ) হতে বৃহৎ, বরং তিনি বলেছেন:-

"আমি তাঁর শপথ নিয়ে বলছি যেভাবে তিনি ইব্রাহিম (আঃ) ইসহাক (আ:), ইসমাঈল (আঃ), ইয়াকুব (আঃ), ইউসুফ (আঃ), মুসা (আঃ), মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) নবীগণের সহিত বাক্যালাপ (কথোপকথন) করেছেন এবং সর্বোপরি আমাদের নবী (সাঃ)এর সঙ্গে ঐরূপ কথোপকথন হয়েছে সব থেকে বেশী। স্পষ্ট ও পবিত্র ওহী হয়েছে তাঁর উপরে। ঐরূপ তিনি আমাকেও ঐশী বাণী লাভ করার সৌভাগ্য দান করেছেন। আমি যদি আঁ হযরত (সাঃ) এর উম্মত না হতাম এবং তাঁর অনুসরণ না করতাম আর যদি আমার কার্যকলাপ পৃথিবীর সমগ্র পর্বত সমূহের সমান হত তবুও আমি কখনো আল্লাহর সহিত বাক্যালাপের সৌভাগ্য লাভ করতে পারতাম না। কারণ, এখন কেবলমাত্র মুহাম্মদী নবুওত ব্যতীত সকল নবুওতের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে'।

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহী, রূহানী খাজাঈন ২০ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১১-৪১২)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে মান্য করার প্রয়োজন কেন

যেরূপ আমরা উপরে বর্ণনা করে এসেছি যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মাওউদ (আঃ) আল্লাহর নবী ও তাঁর রসুল। আল্লাহতায়ালা তাঁর নবীগণকে ও তাঁর রসুলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য করা সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বর্ণনা করেন ঃ-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ (সূরা নিসা, আয়াত ৬৫)

আর আমরা প্রত্যেক রসুলকে কেবল এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি যেন আল্লাহর আদেশে তার আনুগত্য করা হয়।

সুতরাং আল্লাহর কোন নবী যখন পৃথিবীতে আগমন করে তখন তাঁর প্রতি ঈমান আনা তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য আবশ্যক। ঐরূপ কোরআন করীমে নবীগণের অঙ্গীকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। আল্লাহতায়ালা সমগ্র নবীদের নিকট হতে একটি পবিত্র অঙ্গীকার নিয়েছেন। সেই অঙ্গীকার হল:-

إِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ

(আল-ইমরান, আয়াত ৮২)

অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা যখন সব নবীর অঙ্গীকার নিয়েছিলেন আমি কিতাব ও প্রজ্ঞা যা তোমাদের দিই এরপর তোমাদের কাছে যা রয়েছে তার সত্যায়নকারী কোন রসুল তোমাদের কাছে আসে তো তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।

এবং এই অঙ্গীকার সৈয়দনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর নিকট হতে নেওয়া হয়েছিল। যেমন আল্লাহতায়ালা বর্ণনা করেন–

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ

وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ(সুরা আহযাব, আয়াত-৮)

আর আমরা যখন নবীদের নিকট হতে তাঁদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তোমার নিকট হতেও এবং নূহ, ইব্রাহিম, মুসা ও মরিয়ম পুত্র ঈসার নিকট হতেও অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

উক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট যে আল্লাহতায়ালা সমস্ত নবীদের নিকট হতে একটি অঙ্গীকার নিয়েছেন, এবং নবীর নিকট হতে যখন কোন অঙ্গীকার নেওয়া হয় তখন সেই নবীর সাথে সাথে তার উম্মতও সামিল হয়ে থাকে এবং যখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট হতে এই পবিত্র অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে তখন তার উদ্দেশ্য এই যে, মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মত হতে এই অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে।

অঙ্গীকার এই যে, যখন তোমাদের কাছে কখনো রসুল আগমন করে তার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে কেবল ঈমান আনা নয় বরং তাকে সাহায্য করবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যেমন কিনা আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর পরে আল্লাহতায়ালা তার পূর্ণ আনুগত্যের ফলে সেই পবিত্র অঙ্গীকারের কারণে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কে নবীরূপে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তাঁর উপর ঈমান আনা ও তাঁকে সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সেই কারণে নবী করীম (সাঃ) এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন।

فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللّٰهِ الْمَهْدِيُّ

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল ফিতন)

অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! তোমরা যখন তাকে দেখবে তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতে বয়াত করবে যদিও বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর খলিফা আল-মাহদী।

সুতরাং খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে নবী করীম (সাঃ) আগত মাহদীর হাতে বয়াত করার জন্য জোরালোভাবে নির্দেশ করেছেন। কোরআন মজীদে অন্যত্র একস্থানে বর্ণনা করেন:-

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

(আল-ইমরান আয়াত-১০৪)

আর তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর সেই অনুগ্রহ স্মরণ করো যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। তখন তিনি তোমাদের হৃদয় প্রীতির বাঁধনে বেঁধে ছিলেন এবং তোমরা তারই অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে।

আর তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় ছিলে তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করলেন। এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার আয়াত সমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা হেদায়েত লাভ কর।

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট যে, প্রতি যুগে পথভ্রষ্টতা হতে মুক্তি লাভের জন্য এবং ধ্বংস হতে রক্ষার জন্য আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরে থাকা আবশ্যক। আল্লাহর রজ্জু বলতে কোরআন মজীদ বোঝায় ও নবী আকরাম (সাঃ)কে বোঝায় এবং যুগের ইমাম হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ) ও তার খলিফাগণকে বোঝায়।

সুতরাং এই যুগে আল্লাহতায়ালা মনুষ্য জাতির পথ প্রদর্শকতার জন্য সৈয়দনা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) কে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে মান্য করা অতি আবশ্যক। যাতে মানুষ ধ্বংস হতে রক্ষা পায়।

সুতরাং আল্লাহতায়ালা আমাদের সবাইকে এই যুগে আঁ হযরত (সাঃ) এর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ অনুযায়ী সেই প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণ করে তাঁর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য দান করেছেন। আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা যে তিনি আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে এই ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদের সাহায্যকারী হয়ে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আই:) এর উচ্চাকাঙ্খা অনুযায়ী সত্যিকার অর্থে ধর্মের সেবক হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন।

Hadhrat Masih Maud[as]
er Podomorjada ebong Manya Korar
Gurutta o Proyojoniota

Translated by
Maulana Saifuddin Sapuri